রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩ আশ্বিন, ১৪৩০/১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩ আশ্বিন, ১৪৩০ মোতাবেক ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৩ সনের ২৮ নং আইন

Government Primary School Teachers Welfare Trust Ordinance, 1985 রহিতক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক আদেশ দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের, অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পাইয়াছে; এবং

মূল্য : টাকা ১২·০০

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Government Primary School Teachers Welfare Trust Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVI of 1985) রহিতক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) **"কর্মচারী"** অর্থে কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৩) **"ট্রাস্ট"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট;

(৪) **"ট্রাস্টি"** অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য;

(৫) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(৬) **"পোষ্য"** অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার পিতা-মাতা, পুত্র ও কন্যা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পুত্র ও কন্যা এবং তৃতীয় লিঙ্গ সন্তান;

(৭) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৮) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৯) **"বোর্ড"** অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড; এবং

(১০) **"শিক্ষক"** অর্থ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকা।

৩। **ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Government Primary School Teachers Welfare Trust Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVI of 1985) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত The Government Primary School Teachers Welfare Trust, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট নামে অভিহিত হইবে এবং উহা এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **প্রধান কার্যালয়**।—(১) ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকায় থাকিবে।

(২) বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **পরিচালনা ও প্রশাসন**।—ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যেসকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেইসকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৬। **ট্রাস্টের কার্যাবলি**।—ট্রাস্টের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) শিক্ষক ও পোষ্যদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(খ) পোষ্যদের শিক্ষা সহায়তার উদ্দেশ্যে এককালীন আর্থিক সহায়তা বা বৃত্তি প্রদান;

(গ) পোষ্যদের জন্য বৃত্তিমূলক ও অন্যান্য পেশাগত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(ঘ) চাকরিরত অবস্থায় কোনো শিক্ষকের মৃত্যু হইলে যদি ঐ শিক্ষকের অপ্রাপ্তবয়স্ক, প্রতিবন্ধী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান থাকে, তাহা হইলে উক্ত সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তাহার লেখাপড়ার খরচ ট্রাস্টের তহবিল হইতে প্রদান;

(ঙ) শিক্ষকদের নিকট হইতে এককালীন অর্থ ও বার্ষিক চাঁদা সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(চ) চাকরিরত অবস্থায় কোনো শিক্ষকের মৃত্যু হইলে তাহার পোষ্যগণ নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে, এককালীন অনুদান প্রাপ্য হইবেন; এবং

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্য কোনো কার্য সম্পাদন।

৭। **ট্রাস্টি বোর্ড গঠন**।—(১) ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) যিনি উহার কোষাধ্যক্ষও হইবেন;

(ঘ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি এন্ড অপারেশন) ও উপ-পরিচালক (প্রশাসন) এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পরিচালক (প্রশাসন); এবং

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত, প্রতিটি বিভাগ হইতে ১ (এক) জন করিয়া এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা হইতে ২ (দুই) জন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বোর্ডের কার্যাবলি নির্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৪) মনোনীত ট্রাস্টিগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, বা ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক, প্রয়োজনবোধে, যে কোনো সময় তদকর্তৃক মনোনীত যেকোনো সদস্যকে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো ট্রাস্টি সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত কোনো ট্রাস্টি মহাপরিচালকের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে, যেকোনো সময়, স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৮। **বোর্ডের সভা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোনো ট্রাস্টি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক ট্রাস্টির একটি করিয়া ভোট থাকিবে, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারীর দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) কেবল সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তদ্‌সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **কর্মচারী নিয়োগ**।—(১) ট্রাস্ট উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **ট্রাস্টের তহবিল**।—(১) ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(চ) এই আইনের অধীন শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা।

(২) তহবিলের অর্থ, ট্রাস্টের নামে, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত, কোনো তপশিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে ট্রাস্টের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা: 'তপশিলি ব্যাংক' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) তহবিলের ব্যাংক হিসাব চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যেকোনো খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৫) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত, কোনো তপশিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টের কোনো কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্ত আমানত হইতে প্রাপ্ত মুনাফা ব্যয় করা যাইবে।

১১। **এই আইনের অধীন সুবিধা লাভের পূর্বশর্ত**।—(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো শিক্ষক তাহার নিয়োগের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রাথমিক চাঁদা হিসাবে ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত এককালীন অর্থ এবং নির্ধারিত হারে বার্ষিক চাঁদা ট্রাস্টে জমা প্রদান না করিলে তিনি এই আইনের অধীন কোনো সুবিধা লাভের অধিকারী হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত চাঁদার অর্থ ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

১২। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) ট্রাস্ট উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক হিসাবে অভিহিত, প্রতি বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও ট্রাস্ট প্রত্যেক বৎসর Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(I)(b) তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্ট এক বা একাধিক Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের যেকোনো সদস্য বা ট্রাস্টের যেকোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারবেন।

১৩। **প্রতিবেদন**।—(১) ট্রাস্ট প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩০শে জুনের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনবোধে, ট্রাস্টের নিকট হইতে যেকোনো সময় উহার যেকোনো কার্যের প্রতিবেদন বা বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং ট্রাস্ট উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৪। **ক্ষমতা অর্পণ**।—বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন উহার উপর অর্পিত যেকোনো ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো ট্রাস্টি বা ট্রাস্টের কোনো কর্মচারীর নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

১৫। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৬। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ট্রাস্ট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) Government Primary School Teachers Welfare Trust Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVI of 1985), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত Ordinance এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কোনো কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এইরূপভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে বা চলমান থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে;

(গ) গঠিত তহবিল, সকল সম্পদ, ঋণ ও দায়, সুবিধা, স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল হিসাব বই, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্রসহ অন্যান্য সকল দলিল দস্তাবেজ এবং অন্য সকল প্রকার দাবি এই আইনের অধীন গঠিত তহবিল, সম্পদ, ঋণ ও দায়, সুবিধা, সম্পত্তি, অর্থ, রেজিস্টার, দলিল-দস্তাবেজ এবং দাবি হিসাবে গণ্য হইবে;

(ঘ) জারীকৃত কোনো মঞ্জুরি আদেশ এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন জারীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিতপূর্বে যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে ট্রাস্টের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

১৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইন ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd